দৈনিক খবর

তারিখ 20 FEB 1990
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

ব্যাঙের ছাতার মত গজে ওঠা কিন্ডার গার্টেন ও জাতীয় শিক্ষানীতি

।। কাজী আলম বাবু ।।

রাজধানীতে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সংখ্যা কত? কেউ বলেন দু'হাজার, কারও মতে তিন হাজার.....। সঠিক পরিসংখ্যান শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা পরিসংখ্যান বিভাগ দিতে পারবে বলে মনে হয় না। যে কেউ ইচ্ছে করলেই কিন্ডারগার্টেন স্কুল খুলে বসতে পারেন, বাধা দেয়ার কেউ নেই-ব্যবসা হবে রমরমা, সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা অন্ততঃ একশ' ভাগ।

ডিসেম্বর-জানুয়ারী দুটি মাস পত্র-পত্রিকা খুললেই দেখা গেছে প্রতিদিন অন্ততঃ গোটা বিশেক কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ভর্তির বিজ্ঞাপন। নিত্য নতুন নামের এতসব কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নাম দেখে যে কারোরই মনে হতে পারে এদের আসল উদ্দেশ্য কি? ব্যবসা না শিক্ষা? বলে রাখা ভাল, শিক্ষানীতির অসারতা এবং জনসংখ্যা বিস্ফোরিত রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বল্পতার কারণে এমনটি ঘটেছে। সুযোগের সদ্ব্যবহারে কেউ একটু সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আছেন, কেউ আবার তার উল্টো পথে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন।

রাজধানীতে হাজার হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুলের মধ্যে অধিকাংশেরই শিক্ষা পদ্ধতি পশ্চিমী ভাবধারায় রপ্ত করা হচ্ছে। কিছু স্কুল আবার ইসলামিক ধ্যান-ধারণায় পরিচালিত হচ্ছে। অথচ দেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি বা ইতিহাস নিয়ে কোনরকম চর্চা নেই। শিশুমনে প্রভাব ফেলে এমন কিছু সস্তা সেন্টিমেন্টকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এসব শিশু শিক্ষা নিকেতনগুলো সমস্ত যেমন গড়ে উঠেছে তেমনি দেশীয় কালচারকে নতুন জেনারেশনের কাছে অপাংক্তেয় ও অপরিচিত করে তুলেছে। সময়ের সাথে সাথে তা যেন ক্রমান্বয়ে ত্বরান্বিত হচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থা একটি স্বাধীন সার্বভৌম উন্নয়নশীল দেশের প্রগতির ক্ষেত্রে কতটা হুমকিস্বরূপ তা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে তলিয়ে দেখার সময় এসেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর ওপর এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেনি এটা দুঃখজনক হলেও সত্য। এদের শিক্ষা পদ্ধতি কি হবে বা শিক্ষার প্রসারে এ ধরনের স্কুলগুলো কি ভূমিকা রাখবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই। গত বছর এসব স্কুলের পাঠ্যসূচী একটা বেঁধে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তাও শিশু শিক্ষার উপযোগী নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার সব স্কুলের জন্য একই পাঠ্যসূচী হবে এমন কোন নিয়মও তৈরি হয়নি। বিষয়টি একটু খুলে বলাই বোধ হয় শ্রেয়। যেমন 'ইতিহাস' বিষয়ে ক্লাস ফাইভে কি পড়ানো হবে তা নিয়ে একটি পাঠ্যপুস্তকের তালিকা স্কুলগুলোতে সরবরাহ করা হয়েছে। এই তালিকায় প্রায় ৩৫টি 'ইতিহাস বিষয়ক বই রয়েছে। স্কুলগুলো তাদের ইচ্ছেমত এই তালিকা থেকে একটি বই বেছে নিতে পারে। ফলে দেখা যাচ্ছে হয়তো তালিকার ৩৫টি বই ৩৫টি স্কুলে পড়ানো হচ্ছে। এতে করে এক একটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা একই ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ছে। আবার যেহেতু শিশু শ্রেণীর জন্য দেশে কোন ইতিহাস, ভূগোল বিষয়ক বই প্রকাশিত হয়নি, সেহেতু বিদেশী বইগুলো আমাদের ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু এখানেও সমস্যা রয়েছে। যেমন ভারতীয় ইতিহাস বা ভূগোল বইয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস বা ভৌগোলিক শিক্ষার কোন সুযোগ নেই, সেখানে যা আছে তার সবই ভারত বা এই উপমহাদেশের কথা। সুতরাং উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে কি?

অভিযোগ আছে, কিছু কিছু স্কুলে ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ানো হচ্ছে অনার্স ক্লাসের বই। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে শিশু শ্রেণীতে এই মোটা বইয়ের ওজন ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে করায়ত্ব করবে? এসব বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে হয়তো অনেকেরই ধারণা হতে পারে-আমাদের সন্তানেরা বড় বিদ্যান হবে; কিন্তু প্রকারান্তরে জাতীয় সত্তার যে শ্লীলতাহানি ঘটছে তা তলিয়ে দেখার অবকাশ তারা খুব একটা পান না।

কয়েকটি স্কুলের সিলেবাস দেখে আবার অবাক না হয়ে পারা যায় না। যেমন ইংরেজী মিডিয়ামে স্ট্যান্ডার্ড ফাইভ (পঞ্চম শ্রেণী) ক্লাসে বই রয়েছে ২৫ থেকে ৩০টি। কি আশ্চর্য ব্যাপার, অনেকটা অবিশ্বাস্য। ৫ম শ্রেণীর একটি ছাত্র বা ছাত্রীর বয়স খুব বেশী হলে ৯ কিংবা ১০ হবে। অথচ এই বয়সের একটি ছাত্র বা ছাত্রীর পক্ষে এতগুলো বইয়ের সিলেবাস করায়ত্ব করা নিঃসন্দেহে কাকতালীয় ব্যাপার বৈ কি!

সম্প্রতি সরকারীভাবে একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যা বেশ প্রশংসনীয়ই বলতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ে রাজধানীতে গড়ে ওঠা কয়েক হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে সরকারী অডিট শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্যে,

৫-এর পাতায় দেখুন